দৈনিক জনকণ্ঠ

205

তারিখ ... ... MAR. ৩ ০ 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

পরীক্ষায় নকল রোধ করতে অভিভাবক শিক্ষক ও প্রশাসনকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ॥ মুক্ত আলোচনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত 'পাবলিক পরীক্ষা ঃ প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংস্কার প্রসঙ্গ' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, নকল রোধ করতে শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসনকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অবিলম্বে শিক্ষাক্ষেত্রের এই পচন রোধ করতে না পারলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। নকল রোধ করব বলে ওয়াজ করলে চলবে না; সবাইকে মিলেমিশে নকল রোধের পদ্ধতি বের করতে হবে।

বুধবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এই মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহা-পরিচালক অধ্যাপক ডঃ আয়েশা খাতুন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাইফুল হক, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক নূরুর রহমান, ডেইলি স্টারের সহযোগী সম্পাদক শাহ্ হোসেন ইমাম, সাবেক এমপি রওশন আরা মান্নান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড় য়া। স্বাগত বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোঃ আজিজুল ইসলাম।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক ও ছাত্রদের মানের ওপর শিক্ষার মান নির্ভর করে। সব ক্ষেত্রেই মানের অবনতি ঘটেছে বলে নকলপ্রবণতা বেড়ে গেছে। তিনি বরেন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমাতে হবে। শিক্ষক যদি ভালভাবে ছাত্রকে না পড়াতে পারেন তাহলে তো ছাত্ররা

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ —জনকণ্ঠ

পরীক্ষায় নকল (১২-এর পাতার পর)

নকল করবেই। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের আন্তরিক হতে
হবে। এ ছাড়া নকল রোধে শিক্ষক, অভিভাবক, ও
প্রশাসনকে আন্তরিক হতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে মন-
মানসিকতার। নিজেকে শিক্ষক পরিচয় দিয়ে উপাচার্য
বলেন, আমাদের নিজেদের চেষ্টায়ই নকল রোধ করতে
পারব। তবে এ জন্য সভ্যদের সহযোগিতা লাগবে।
বোরহান আহমেদ বলেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে পাবলিক
পরীক্ষা পদ্ধতি অনেক ভাল ছিল। ১৯৭৩ সাল থেকে অবস্থা
খারাপের দিকে যায়। বোরহান আহমেদ নকলের জন্য
শিক্ষকদের অনেকাংশে দায়ী করে বলেন, শিক্ষকদেরকেই
নকল রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে দেশ ধ্বংস হয়ে
যাবে। চারিত্রিক মনোবল নিয়ে শিক্ষকতা করলে নকল বন্ধ
হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকের উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট এসে
শিক্ষার্থীর নকল ধরেন এর চেয়ে একজন শিক্ষকের চরম
অপমান আর কিছু হতে পারে না। শিক্ষা সম্পর্কে আসলে
কোন নীতিমালা নেই। নকলের কুফল সম্পর্কে শিক্ষক,
অভিভাবক, কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের উপলব্ধি করতে
হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এলেই পরিস্থিতির
উন্নতি হবে।
অধ্যাপক ডঃ আয়েশা খাতুন বলেন, শিক্ষকের তুলনায়
ছাত্রসংখ্যা অধিক হওয়ায় ভালভাবে শিক্ষা দেয়া যায় না।
ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে। একজন শিক্ষকের
আয় রিক্সাচালকের চেয়েও কম। শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর
কর্মকর্তার মর্যাদা দিলে পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা পরিস্থিতির
আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব থাকলে
কেউ অন্যায় সুবিধা নেয়ার জন্য কাছে আসবে না।
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, পরীক্ষায় নকল
সম্পর্কে অপরাধবোধ কমে গেছে। নকল করা যেন
অধিকার— এই বোধ সবার মধ্যে কাজ করছে। নকল রোধে
মেরিট সিস্টেম তুলে দিয়ে গ্রেডিং সিস্টেম চালু করা উচিত।
তিনি বলেন, শিক্ষকদের আত্মসমালোচনা করতে হবে।
এছাড়া নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন, যততত্র কেন্দ্র
দেয়া বন্ধ করার ওপর অধ্যক্ষ ফারুক গুরুত্বারোপ করেন।